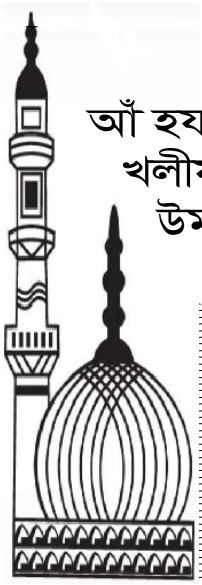

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

১৮ জুন ২০২১ তারিখের খুৎবা জুম'আর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজকাল হযরত উমর (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে। যখন হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি (রাঃ) ক্রমান্বয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের ডেকে হযরত উমর (রাঃ)'র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, ব্যক্তি হিসেবে হযরত উমর (রাঃ)কে তারা কেমন বলে মনে করেন; উত্তরে হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন যে, 'হযরত উমর (রাঃ) কোন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র চেয়েও উত্তম, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি কিছুটা কঠোর।' একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'তিনি আমার মাঝে বেশি নম্রতা দেখতে পান বলে তাঁর মাঝে কঠোরতা প্রদর্শিত হয়, কিন্তু যখন খিলাফতের মতো গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে অর্পিত হবে তখন তিনি এরূপ কঠোর থাকবেন না।' হযরত উমর (রাঃ)'র সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, 'তাঁর ভেতরের অবস্থা তাঁর বাইরের অবস্থার চেয়ে বেশী উত্তম এবং অবশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' সেসময় হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ), খেলাফতের দায়িত্ব ও হযরত উমর (রাঃ)'র মাঝে যে কঠোরতা-সে সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে বলেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ বিষয়ের জন্য তিনি খোদার দরবারে জিজ্ঞাসিত হবেন। একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'যখন আমার খোদা আমাকে হযরত উমর (রাঃ)'র ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন-তখন আমি একথা বলব যে, 'তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আমি খলিফা নির্বাচন করেছিলাম।'

এরপর একসময় হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে দিয়ে হযরত উমর (রাঃ)'র খিলাফতের বিষয়ে ওসীয়্যত লেখান। এব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন হযরত উসমান (রাঃ) ওসীয়্যত লিখছিলেন, লেখনীবাক্যে হযরত উমর (রাঃ)'র নাম লিখানোর পূর্বেই হঠাৎ করে হযরত আবুবকর (রাঃ) তন্দ্রাচ্ছন্ন বা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। কিন্তু যেহেতু হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)'র অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই তিনি নিজে থেকেই হযরত উমর (রাঃ)'র নামটা সেখানে লিখে দিয়ে ওসীয়্যত-পত্রটি সম্পূর্ণ করেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) সংজ্ঞা ফিরে পেলে, জানতে চান যে-ওসীয়্যত পত্রে হযরত উসমান (রাঃ) কি লিখেছেন। হযরত উসমান (রাঃ) ওসীয়্যত-পত্রটি পড়ে শোনান। ওসীয়্যত-পত্রটি শোনার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'আপনি সেটাই লিখেছেন, যা আমি লিখাতে চেয়েছিলাম।'

ওসীয়্যত লেখনী সম্পূর্ণ হলে, হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নির্দেশে হযরত উসমান (রাঃ) সকলকে একত্রিত করেন এবং জনসমক্ষে তা পড়ে শোনান। হযরত আবুবকর (রাঃ) জনগণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি যাঁকে খলিফা নির্দিষ্ট করছি, তোমরা কি এতে একমত? সকলেই শোন! আমি আমার কোন নিকটাত্মীয়কে খলিফা করতে যাচ্ছি না। খোদার কসম! আমি তোমাদের বিষয়ে কল্যাণ কামনায় কোনরূপ কার্পণ্য করিনি এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি; অতএব শুনো এবং আনুগত্য কর।' একথা শুনে, উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সম্মতি জানান। হযরত উমর (রাঃ)কে খলীফা মনোনীত করার পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং 'তাকওয়া'র সাথে সাথে কঠোরতা ও নম্রতার ভারসাম্যপূর্ণ পথ অবলম্বনের জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে; তিনি (রাঃ) বলেন, 'খোদা তোমাদের মাধ্যমে আমার ও আমার মাধ্যম দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন;.....আমার সামনে তোমাদের যেসব বিষয় উত্থাপিত হবে সেগুলোর সুচিন্তিত সমাধান করা হবে; এবং দূরবর্তী বিষয়গুলি যোগ্য ও নির্দ্ধারিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। আরবদের উদাহরণ হল, নাকে রশি বাঁধা সেই উঁটের ন্যায় যে তার মনিবের অনুসরণ করে; এমতাবস্থায় সেই মনিবের উচিৎ হবে, যেন এটা খেয়াল রাখে-সেই উঁটকে সে কোনদিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর যতদূর আমার সঙ্গে সম্পর্ক, আমি অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।'

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের তৃতীয় দিনে, জনসমক্ষে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করে তিনি একটি সুদীর্ঘ বক্তব্য দান করেন। তিনি বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে——জনসাধারণ আমার উগ্র স্বভাবের কারণে ভীত। কিন্তু না! রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর যুগে তথা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র খেলাফতকালে, উভয়ের-ই হাতে আমি খোলা তরবারীর ন্যায় ছিলাম। উনারা যেভাবে চাইতেন, আমাকে ব্যবহার করতেন। উনারা যখন চাইতেন আমাকে খাপবন্দী করে রাখতেন এবং যখন চাইতেন খোলা ছেড়ে দিতেন, তাতে করে আমি কেটে ফেলতাম। কিন্তু হে লোকসকল! এখন আমি তোমাদের সকলের অভিভাবক ও খলীফা। সুতরাং সেই উগ্রতাকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। বরঞ্চ এখন থেকে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারীদের তথা অপরাধীদের প্রতি সেইরূপ উগ্রতা ও কঠোরতা অবিচল থাকবে। সেইসঙ্গে ধর্মপ্রাণ, পবিত্রাত্মা ও আশীষপ্রাপ্তদের প্রতি আমার আচরণ কোমল থেকে কোমলতর থাকবে, যেরূপ আচরণ তাঁরা একে অপরের প্রতি করে থাকে। হে লোকসকল! আমার থেকে তোমাদের যা প্রাপ্য——গণিমতের সম্পদ থেকে সামান্য অংশও তোমাদের থেকে লুক্কায়িত থাকবে না। তোমাদের নির্ধারিত ভাতা ও দৈনন্দিন খরচাখরচ যা তোমরা পেয়ে থাক, পেতে থাকবে। তোমাদেরকে ধ্বংস করা হবে না। যখন তোমরা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিজ ঘর থেকে দূরে যাবে—— তোমাদের পরিবার তথা সন্তানদের পিতা হয়ে থাকব।'

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুসলমানদের উন্নতিকল্পে হযরত উমর (রাঃ) এতটাই সচেতনতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিয়েছেন যে, সেইসব প্রাচ্যবিদ যারা-ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক রসুলে খুদা (সাঃ) এর ওপরে চরম ধৃষ্টতার সহিত অপবাদ আরোপ করে, তারাও হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)'র শাসনামলের ভূয়সী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)'র মত ন্যায়পরায়ণতা, পৃথিবীর অন্য কোন শাসক দেখাতে পারেনি।

হযরত উমর (রাঃ)'র হৃদয়ের নম্রতা-কোমলতা তথা সচ্চরিত্রতা, শুধুমাত্র রসুলে করীম (সাঃ)এর দাসত্ব, তরবিয়ত, সাহচর্য তথা খোদাভীতির কারণেই যে সৃষ্ট তা প্রমাণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, সর্বদা রসুলে খুদার নিত্যসঙ্গী ব্যক্তি যখন এরূপ কামনা করে বসে যে মৃত্যুকালে যেন রসুলে করীম (সাঃ)এর চরণতলে তার

স্থানলাভ হয়। যদি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কোন কর্ম বা স্বভাব (নাউযুবিল্লাহ্) খোদাতায়ালাকে সন্তুষ্ট করার পরিপন্থী হোত, তাহলে কি হযরত উমর (রাঃ)'র মত উগ্র-ব্যগ্র, সচেতন ও অতীব উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি কখনো এরূপ কামনা করতো যে, মৃত্যুকালে তার ঠাঁই যেন—— রসুলে খুদার চরণতলে হয়?

হযরত উমর (রাঃ)'র আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কেমন ছিল এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র শাসনামলে যখন ইরান জয় হয় তখন সেখান থেকে আটা ভাঙ্গার উইন্ডমিল চালিত চাক্কি বা যাঁতা আনা হয় যা দিয়ে মিহি আটা ভাঙ্গানো আরম্ভ হয়। হযরত উমর (রাঃ) এই চাক্কি দ্বারা ভাঙ্গানো প্রথম মিহি আটা হযরত আয়েশা (রাঃ)'র নিকটে উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠান। মহানবীর (সাঃ)এর জন্য তাঁর আবেগ অনুভূতি ও ভালোবাসায় আপ্লুত হযরত আয়েশা (রাঃ) সেই আটার তৈরী রুটির একটি ছোট্ট টুকরো ছিড়ে মুখে দেন। রুটির টুকরো তাঁর মুখেই থেকে যায় আর তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকে। তিনি বলেন, আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন আর তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, শক্ত খাবার খেতে পারতেন না কিন্তু সেদিন গুলোতেও আমরা পাথর দিয়ে পিষে আটা প্রস্তুত করে রুটি বানিয়ে তাঁকে দিতাম। তিনি আরো বলেন, যাঁর কল্যাণে আমরা এই নিয়ামত লাভ করেছি তিনি তো এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন আর তাঁর কল্যাণেই আমদের এসব সম্মান লাভ হচ্ছে, আমরা এসব নিয়ামত ভোগ করছি, এই বলে তিনি সেই গ্রাস মুখ থেকে ফেলে দেন আর বলেন, আমি এসব রুটি খেতে পারবো না।

হযরত উমর (রাঃ)—— হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)কে খুবই সমীহ করতেন। তিনি যখন সবার ভাতা নির্ধারণ করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি মহানবী (সাঃ)এর নিকটতম আত্মীয়ের মাধ্যমে তার প্রারম্ভ করেন। তিনি (রাঃ) সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং এরপর হযরত আলী (রাঃ)'র অংশ নির্ধারণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র এই স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। তারপরে বলেন, এখন কতক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াবো। তাদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হল, সোহেলা মাহবুব সাহেবার। তিনি ফয়েয আহমদ সাহেব গুজরাটি দরবেশের সহধর্মিণী, যিনি নাযের বায়তুল মাল ছিলেন। সোহেলা সাহেবা নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। আল্লাহ্তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তিনি বিহারের এক শিক্ষিত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার পিতা আহমদী ছিলেন না। কিন্তু তার মা নিজ পিতার বয়আতের পর স্বয়ং পড়াশোনা করে বয়আত করেন। মরহুমা জীবন উৎসর্গ করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) সে সময় নাযের খিদমত দরবেশান ছিলেন। মরহুমা জীবন উৎসর্গ করার পরে যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তরে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লিখেন, আমি আপনার জীবন উৎসর্গ করা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আপনার এই পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ওয়াক্ফ হিসেবে আপনার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা, নিজ কর্মকে ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্মত করা; যেন উত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৬৪ সালে জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৬৪ সালে চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ সাহেব দরবেশের সাথে মরহুমার বিবাহ হয়। তাঁর ঔরসে এক কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ গুজরাটি দরবেশ চৌধুরী ফয়েয আহমদ সাহেবের সাথে হয়। এ ঘরে এক পুত্র সন্তান হয় কিন্তু সে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। মরহুমা অবসর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর কাদিয়ানের নুসরত গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, কাদিয়ানের নিযামত তা'মীরাতের সুপারভাইজার জনাব শেখ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের; যিনি ভারতের কেরাং বাটেশা নিবাসী শেখ ইসরার আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে

তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন। পুরোনো আহমদী পরিবারের সন্তান। অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, ধর্মসেবায় সদাতৎপর, জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সেবক। শৈশব থেকেই মসজিদের সাথে এক বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মরহুম ৮ বছর ধরে কাদিয়ানের নিযামত তা'মীরাতের সুপারভাইজার হিসেবে সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন আর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ করতেন এবং অত্যন্ত গভীরভাবে কাজের পর্যবেক্ষণ করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও পিতামাতা, দুই ভাই এবং এক বোন রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এছাড়াও জনাব রাজা খুরশিদ আহমদ মুনির সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্, জনাব যমীর আহমদ নাদিম সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্-খাদিম নাযের ওসিয়ত সোবা ইসতেকবালিয়া, জনাব ঈমামোকি তালিমা সাহেব-ন্যাশনাল নায়েব আমীর তানজানিয়া, জনাব সাইফ আলী সাহেব সিডনি-অষ্ট্রেলিয়া ও জনাব মাসুদ আহমদ হায়াত সাহেব-ইউ. কে. প্রভৃতি মরহুমীনদের উন্নত চারিত্রিক গুনাবলীর বর্ণনা করে দোয়া ও আশীষ কামণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

18 JUNE 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.